দৈনিক সংবাদ

P. T

41

তারিখ ... SEP 04 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

পরীক্ষায় দুর্নীতি ঃ প্রতিকার ও প্রতিরোধ

হারুন হাবীব

আমাদের দেশের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে যে দুর্নীতি, অনৈতিকতা এবং নিয়মনীতির লঙ্ঘন, তাকে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব পালন করার কাজটি করে আসছে আমাদের জাতীয় সংবাদপত্র এবং সংবাদ মাধ্যমগুলো। যেহেতু বাংলাদেশে সম্প্রতিকালে গণতান্ত্রিক চর্চা হচ্ছে, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগসমূহকে জনপ্রতিনিধি এবং মুক্ত সংবাদপত্রের সমালোচনা এবং প্রশংসা- দুয়েরই সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেহেতু একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জাতীয় সংবাদ সংস্থার এ অংশগ্রহণকে তাই আমি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি।

আমাদের আজকের বিষয়বস্তু বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ঃ তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ। বিষয়বস্তুটি আগেই বলেছি, আমার কাছে সমূহ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। কারণ আমাদের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যেসব তরুণ-তরুণী বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেদের শিক্ষিত করার যোগ্যতা অর্জন করে কর্মজীবনে প্রবেশ করছে, তাদের যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষাগুলোতে দুর্নীতি বা অসদুপায় প্রসঙ্গটি সত্যি সত্যি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে। বিশেষত দীর্ঘ ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক শাসনের পর আমাদের জাতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গঠিত এ স্বাধীন জাতি, পর্যায়ক্রমিক সামরিক এবং আধা-সামরিক শাসনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে আজ যখন একটি সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের চরিত্রবান এবং যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রশ্নটি সমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার যে দাবি রাখে বৈকি।

আমরা যারা এই সমাজের নাগরিক, যারা পত্রপত্রিকায় কাজ করি এবং যারা পত্রিকার পাঠক, তারা সকলেই প্রায় সবিস্তারে জানি যে আমাদের দেশের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি কিংবা নকল প্রবণতার বিষয়টি কতটা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিবছর যখন আমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয়, তখন পত্রপত্রিকা পড়লেই বোঝা যায়, পরীক্ষায় অসদুপায়ের বিষয়টি সমাজকে কিভাবে আলোড়িত করে। প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে খবর বেরোয়, কতজন পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত হলো, কতজন পরীক্ষক, এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষক এবং পুলিশসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হলেন। আমাদের সমাজের জন্য এ এক অনস্বীকার্য দুর্ভাবনা বৈকি।

আমি ১৯৯৯ সালের মাধ্যমিক অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষার কথাই ধরি। সর্বমোট ৫,৪৫,০০০ ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। সরকারি হিসেবে এদের মধ্যে ১৬,০০০-এর মতো পরীক্ষায় দুর্নীতি করার অপরাধে বহিষ্কৃত হয় এবং দেখা যাচ্ছে, এই বহিষ্কৃতরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজধানী শহরের নয়, বাইরের। এ থেকে অবশ্য নকল প্রবণতার একটি ছবি আমরা পেতে পারি। সেটি হচ্ছে, দুর্ভাগ্যজনক এ দুর্নীতি ঢাকার বাইরেই বেশি ঘটছে। অবশ্য রাজধানীর শিক্ষালয়গুলোতেও যে ঘটছে না- এমনটি নয়। পত্রপত্রিকার প্রতিবেদগুলো পড়লেই বোঝা যায়, খোদ ঢাকা শহরেও এ অপরাধ ঘটছে এবং বহিষ্কৃতও হচ্ছে। হতে পারে খোদ রাজধানী বলে, পত্রপত্রিকার প্রখর নজর বলে, সংখ্যায় তা কম।

এখানে আরেকটি দিকও অবশ্য তুলে ধরা যায়। বহিষ্কৃতদের সংখ্যা আপাতত খুব একটা বেশি মনে না হলেও নকল প্রবণতা কিন্তু কমছে না। অনেক জায়গায় গণটোকাটুকিও চলছে। হতে পারে, সেটা ঢাকাতে নয়, অন্যত্র।

আমার বিশ্বাস, আমরা সকলেই এ বিষয়ে

গোছাতে ব্যস্ত থাকে, আমাদের ব্যবসায়ীদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ যেখানে ছলে-বলে-কৌশলে বড় লোক হবার ফন্দি আঁটে, সেই সমাজব্যবস্থায় কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীরাই বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপের বাসিন্দা হতে যাবে কেন?

কিন্তু, না, আমার সুস্পষ্ট উচ্চারণ হচ্ছে, সমাজের এ সর্বগ্রাসী দুর্নীতিগ্রস্ততার সংস্কৃতিকে অবশ্যই আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে। অতীত নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। নতুন শতাব্দীর উপযুক্ত সুনাগরিক আমাদের তৈরি করতে হবে। কারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা এই বাংলাদেশের আগামী দিনের নাগরিক, তাদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, শুদ্ধ-অশুদ্ধতার বোধটিকে যদি সূর্য উঠার সময়েই জাগিয়ে তোলা না যায়, তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ কখনোই মর্যাদাবান, সুখপ্রদ হতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন আলোচিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সেটি হচ্ছে,

এড়িয়ে যেতে রাজি নই। সংবাদপত্র কখনও এমন কোন খবর পরিবেশন করার অধিকার রাখে না- যা সমাজের ভালোর চাইতে মন্দ করতে পারে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে সে কারণে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো শক্ত এবং ন্যায্য পদক্ষেপ নেবে- এ দাবি আমরা করতে পারি। অবশ্য এ প্রশ্নটির উত্তর এখনো বোধকরি অমীমাংসিতই হয়ে গেছে যে, সমাজের মন্দ দিক তুলে ধরে এবং সবিস্তারে তা তুলে ধরে, সংবাদপত্র খারাপ করছে না ভালো করছে। সংবাদপত্রকে যদি সমাজের আয়না বলেই আমরা বিবেচিত করি, তাহলে সেই আয়নায় সমাজের অবিকৃত প্রতিচ্ছবিই দেখা যাক, এমন যুক্তিও অন্যায্য নয়। এরপরও বলবো, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র হুবহু ছাপানোর মাঝে যৌক্তিকতা যথেষ্টই কম। এতে সংকট আরও বাড়ে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে যারা ব্যবসা করছে, এ অপরাধে যারা জড়িত, তাদের অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত। কারণ

যুগোপযোগী নয় এবং করতে দেয়াও হচ্ছে না, অন্যদিকে দেশি-বিদেশী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো যেভাবে রাজনৈতিক কারণে এর পেছনে লেগে আছে, তাতে আমার এ বদ্ধমূল ধারণা যে, প্রগতিশীল জনকল্যাণমুখী গণতান্ত্রিক সরকারকে এক সময় না এক সময় একে নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে এবং একটি সাহসী নীতিগত অবস্থান নিতে হবে। অন্যথায় শুধু শিক্ষা বিকাশের পথেই নয় দেশের প্রার্থিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চরিত্র বিকাশের পথেও অদূর ভবিষ্যতে সমূহ সংকটের সৃষ্টি হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, সরকারের উচিত হবে আধুনিক শিক্ষাকে নিম্নবিত্তদের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করা এবং আরও আধুনিক এবং বাস্তবভিত্তিক করে গড়ে তোলা, যাতে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান পায় এবং তাদের অভিভাবকরাও বুঝতে পারে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে তাদের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি শীর্ষক কর্মশালায় সাংবাদিক হারুন হাবীব, শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ও ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান।

শিক্ষাকে বা সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একশ্রেণীর মানুষ নিছকই ব্যবসার উপাদান হিসেবে বিবেচনা করছে। এ প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে। আমাদের দেশে কিংবা এ উপমহাদেশে শিক্ষার প্রসার একদিন যেমন ছিল একটি 'মিশন', সমাজসেবা বা সমাজহিতৈষী কাজ, আজ সেটি অনেকাংশেই পরিণত হয়েছে একটি 'বিজনেস' বা ব্যবসায়। আমার বদ্ধমূল ধারণা, শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারটি যেখানে ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায় সেখানে ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক হতে বলাটা এক ধরনের অধিকারহীনতার মধ্যে পড়ে। অবশ্য এই প্রসঙ্গ তুলে আমি প্রাইভেট সেক্টরের অগ্রাভিযানকে নিরুৎসাহী করার যুক্ত দেখাচ্ছি না, তবে মোদ্দা কথাটা এ বলতে চাচ্ছি যে, শিক্ষার ব্যাপারটি নিছক ব্যবসায়ীদের হাতে পড়লে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমান্বয়েই দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য এবং পরীক্ষায় নকল প্রবণতার প্রশ্নটি আগের চাইতেও প্রবল হতে বাধ্য।

৩। আরও একটি প্রশ্ন এখানে তোলা যেতে পারে। পরীক্ষায় নকল প্রবণতা কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীদের বদৌলতেই কি হয়ে থাকে? আমার বিশ্বাস, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার্থীরা যে নকল করে থাকে তার পেছনে কেবলমাত্র পরীক্ষার্থীই নয়, সমাজের আরও অন্যান্য অংশের সক্রিয় সমর্থন থাকে। একথা বলতে আমি বাধ্য যে, আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে, অর্থাৎ দুর্ভাগ্যক্রমে, সংখ্যায় তারা যাই হোক না কেন, সম্মানিত এই শিক্ষক সম্প্রদায়ের একটি অংশের হাতেও এ অনৈতিক প্রবলতা ক্রমান্বয়েই সমর্থিত এবং বিকশিত হচ্ছে। অন্যদিকে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে, যেগুলো এ ধরনের অনৈতিকতাকে শুধু প্রশ্রয়ই দিচ্ছে না, বরং নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থে,

অপরাধের বিচার না হলে, শাস্তি না হলে, অপরাধ ক্রমান্বয়েই সংক্রামক ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়।

৫। শুধু স্কুল-কলেজ নয়, সম্প্রতিকালের পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং সরকারি রিপোর্টগুলোতে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং তার অধীনস্থ অনেক মাদ্রাসাতে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিকতা এবং নকলপ্রবণতা ও এ অপরাধের সাথে শিক্ষকসহ অন্যদের যোগসাজশের বিষয়টি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। ধর্মীয় শিক্ষার নামে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলোতে এ দুর্নীতি, এ অপরাধ, কারোর কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমি ধর্ম শিক্ষার বিপক্ষে নই। থাকার প্রয়োজনও বোধ করি না। কিন্তু ধর্ম শিক্ষার নামে আমাদের দেশে যেভাবে যথেচ্ছাচার দুর্নীতি করা হচ্ছে, বিশেষ করে একশ্রেণীর মাদ্রাসাতে, তাতে শঙ্কিত হবার যুক্তসঙ্গত কারণ আছে বৈকি। একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক বা

৬। এতক্ষণ আমরা পরীক্ষায় নকল প্রবণতা এবং তার প্রাসঙ্গিক কিছু অনুষঙ্গ এখানে উপস্থাপিত করেছি। আমাদের জাতীয় সংবাদপত্রগুলোর ভাষায় নকল, অনেক ক্ষেত্রেই, অনেক জায়গাতেই, গণটোকাটুকিতে পরিণত। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নকলবাজদের সংখ্যা, অন্তত যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে, সেই সংখ্যা দেশে এ প্রবণতা বেশ কিছুটা কমছে বলে মনে করা যেতে পারে। হতে পারে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোর শক্তিশালী পদক্ষেপ এক্ষেত্রে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এখানে আমি উল্লেখ করতে বাধ্য যে, দীর্ঘ সামরিক শাসনামলে ছাত্রছাত্রী অর্থাৎ যুব সমাজের তাৎপর্যপূর্ণ একটি অংশের মধ্যে অসাধুতা এবং অনৈতিকতার যে বীজ বপন করা হয়েছিল, সেই বীজ থেকে চারাগাছ রূপান্তরিত হয়ে আজকের পরিস্থিতির পেছনে যথেষ্ট অবদান রাখছে। অবশ্য, আমি সর্বান্তকরণে এটিও বিশ্বাস করি, গণতান্ত্রিক পরিবেশে ক্রমান্বয়েই যেভাবে সমাজের সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে অনস্বীকার্যভাবেই নকল প্রবণতা বা পরীক্ষায় দুর্নীতি কমতে বাধ্য। প্রয়োজন শুধু প্রয়াসের।

৭। আরেকটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করার মতো। আমাদের শিক্ষালয়গুলোতে অনিয়ন্ত্রিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনৈতিক ছাত্র রাজনীতির নামে একশ্রেণীর ছাত্রনেতার প্রভাব। দেশের চলতি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও এতে কম অবদান রাখছে না। রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র রাজনীতিকে যেভাবে যে খাতে ব্যবহার করছে, তাতে সংকট আরও বাড়ছে। অন্যদিকে দলীয় রাজনীতি বা গোষ্ঠীস্বার্থের নামে একশ্রেণীর শিক্ষকের অনৈতিক কার্যকলাপও একই সাথে দায়ী। নিজের লোক বলে, নিজের গোষ্ঠীভুক্ত বলে যে করেই হোক, যে প্রক্রিয়াতেই হোক, পরীক্ষায় পাস করাতেই হবে, এমন দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একবারেই যে চোখে পড়ে না, এমনটা আমরা কেউই হলফ করে বলতে পারি না। অতএব পরীক্ষায় অসদুপায় বা দুর্নীতি রোধ করার পন্থা খুঁজতে

(৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)